নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি: ইসিতে তথ্য জমা দিয়েছে এনসিপিসহ ৮০টি রাজনৈতিক দল

সংগৃহীত ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা ১৪৫টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে এনসিপিসহ ৮০টি দল শর্ত অনুযায়ী ঘাটতি পূরণ করে সংশ্লিষ্ট তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছে। ইসি এখন এসব দলের আবেদন যাচাই-বাছাই ও মাঠপর্যায়ে তদন্ত করবে। সবশেষে শুনানির পর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মোট ১৪৫টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনে (ইসি) নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। তবে প্রাথমিক যাচাইয়ে দেখা যায়, কোনো দলই নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে পারেনি। ফলে ইসি গত মাসে ১৪৫টি দলকে ১৫ দিনের সময়সীমা দিয়ে ঘাটতি পূরণের নির্দেশ দেয়। নির্ধারিত সময়সীমা ছিল ৩ আগস্ট পর্যন্ত।

রোববার (৩ আগস্ট) ইসি সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ও তথ্য কর্মকর্তা মো. শরিফুল আলম গণমাধ্যমকে জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এনসিপিসহ ৮০টি রাজনৈতিক দল ঘাটতিপূর্ণ তথ্য ও দলিলপত্র ইসিতে জমা দিয়েছে।

LENS ASIA

ইসি সূত্রে জানা গেছে, জুনের শেষ নাগাদ কমিশনে ১৪৭টি আবেদন জমা পড়ে, যা ১৪৫টি দলের পক্ষে করা হয়। নিবন্ধনের জন্য যে শর্তগুলো নির্ধারিত, তার মধ্যে রয়েছে একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় কমিটি, অন্তত এক-তৃতীয়াংশ জেলা এবং ১০০টি উপজেলা কমিটি, এবং প্রতিটি কমিটিতে কমপক্ষে ২০০ ভোটারের সমর্থন।

এছাড়া, আগের সংসদ নির্বাচনে কোনো প্রার্থী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে বা অন্তত ৫ শতাংশ বৈধ ভোট পেলে সেই দলও নিবন্ধনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়।

নথিপত্র জমা দেওয়ার পর নির্বাচন কমিশন এসব আবেদন যাচাই-বাছাই ও মাঠ তদন্তের মাধ্যমে যাচাই করবে। এরপর অভিযোগ ও আপত্তির শুনানি শেষে চূড়ান্তভাবে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দল হিসেবে ইসিতে নিবন্ধনের আবেদন জমা দেয় ২২ জুন। তথ্য ঘাটতি পূরণের জন্য দলটিকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয় কমিশন।

রোববার, নির্ধারিত সময়সীমার শেষ দিনে এনসিপির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ইসিতে জমা দেওয়া হয়।

দলের যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মুসা জানান, ‘ইসির চাহিদা অনুযায়ী নিবন্ধন আবেদন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও ঘাটতি সংশোধন করে নতুন দলিলপত্র আমরা জমা দিয়েছি। আশা করছি, ইসি আমাদের আবেদন যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হবে।’